দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 08 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

7

শিক্ষাঙ্গন

বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। কেননা, শিক্ষাই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল উৎস। শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষা মানুষের অন্তঃদৃষ্টি প্রসারিত করে। ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে শিক্ষা। আর অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ধরনের অভিশাপ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোক এখনও নিরক্ষর। অথচ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও উন্নয়শীল দেশের জন্য চাই উন্নত তথা শিক্ষিত জনশক্তি। একটি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের নিরক্ষর থাকা সে জাতির জন্য মর্যাদাহানিকর। সুতরাং দেশ থেকে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের সকলেরই তৎপর হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশই বর্তমানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে সর্বাধিক মনোযোগী হয়েছে। প্রতিটি সভ্যদেশ শিক্ষালাভের মাধ্যমেই ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে দেশ-বিদেশের সামগ্রিক জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করতে হলে বিদ্যা শিক্ষা লাভের প্রয়োজন। কেননা, বিদ্যা শিক্ষার আলো হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পারলে মানুষের কুসংস্কার দূরীভূত হয় না। তাই নিরক্ষর লোক নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল উপলব্ধি করতে পারে না। একমাত্র শিক্ষার আলোকেই মানুষের মনে আদর্শ জীবন-যাপনের প্রেরণা জাগ্রত হতে পারে। অবশ্য বর্তমান সরকার বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এবং প্রাথমিক পদক্ষেপস্বরূপ দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী আওতায় আবির্ভুত করেন। দেশব্যাপী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বহুলাংশে দূর হয়ে যেতে পারে। কেননা, প্রাথমিক শিক্ষা গণশিক্ষার সফল পদক্ষেপ। সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও অধিক মনোযোগী হয়েছেন। কারণ সাধারণ উন্নয়নমূলক প্রচারপত্রগুলো যাতে শীঘ্রই পড়তে ও বুঝতে পারা যায় ততটুকু শিক্ষা লাভ করা অশিক্ষিত নিরক্ষর বয়সক্‌খলোকদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় যে কোন উন্নতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। মানুষের সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য চাই শিক্ষা। কেননা, বর্তমান সভ্য জগতে শিক্ষা ব্যতীত সব কিছুই অচল। ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন

কাজেই শিক্ষার আবশ্যকতা অপরিমেয়। অন্ততঃ একটি সাধারণ মানের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রতিটি বয়স্ক নাগরিকেরও প্রয়োজন। অন্যথায় ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রজীবনের উন্নতি সাধন সম্ভবপর নয়। তাই বয়স্ক শিক্ষাকে অব্যাহত রেখে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা একান্ত অপরিহার্য। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই শতকরা নব্বই থেকে আটানব্বই জন লোক শিক্ষিত। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশের জনগণের শোচনীয় ব্যর্থতা ও ব্যাপক নিরক্ষরতা দারুণ লজ্জাজনক ব্যাপার। সুতরাং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান না চালালে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের আশা অবান্তর। ডেনমার্কে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ফ্রান্সেও ছয় থেকে তের বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অতএব, আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অতিসত্বর অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং অশিক্ষিত বয়স্ক লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অবসর সময় ও ছুটিতে বয়স্কদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

আমাদের দেশের শিক্ষিতরা যদি উৎসাহিত হয়ে তাদের অবসর ও ছুটির সময়টুকু নিস্বার্থভাবে বয়স্কদের শিক্ষাদানে ব্যয় করেন এবং সরকার যদি এটা বাধ্যতামূলক করে দেন তাহলে দেশ থেকে অতি অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীভূত হওয়া আশা করা যায়।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান